

1602 - ধর্তব্য হল চাঁদ দেখো; জ্যোতর্বিদ্যার হিসাব নয়

প্রশ্ন

কোন মুসলমিরে জন্ম রোযা শুরু করা ও শেষে করার ক্ষেত্রে জ্যোতর্বিদ্যার উপর নির্ভর করা কি জায়েয? নাকি অবশ্যই চাঁদ দেখতে হবে?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

ইসলামী শরিয়্যাহ (আইন) সহজ। এর বহিবিধান সাধারণ ও সর্বস্তরে মানুষ ও জ্বনিকে অন্তর্ভুক্তকারী; তারা শক্ষিতি হোক, অশক্ষিতি হোক, শহরবাসী হোক কথিবা গ্রামবাসী হোক। এ কারণে আল্লাহ তাদের জন্ম ইবাদতসমূহের সময় জানার পদ্ধতি সহজ করছেন। তিনি ইবাদতসমূহের শুরু ও শেষের সময় জানার জন্ম এমন কিছু আলামত নির্ধারণ করছেন যে আলামতগুলো জানা সবার নাগালে। উদাহরণস্বরূপঃ সূর্যাস্তকালে মাগরিবের ওয়াক্ত শুরু ও আসরের ওয়াক্ত শেষ হওয়ার আলামত হিসেবে নির্ধারণ করছেন। লালমি অস্ত যাওয়াকে এশার ওয়াক্ত প্রবশের আলামত হিসেবে নির্ধারণ করছেন। মাসের শেষে চন্দ্র অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার পর নতুন চাঁদ দেখা যাওয়াকে নতুন চন্দ্র মাস শুরু হওয়া ও আগের মাসের সমাপ্তির আলামত হিসেবে নির্ধারণ করছেন। তিনি মাসের শুরু জানার জন্ম আমাদেরকে এমন কিছু জানার দায়িত্ব দেননি যেটা গুটিকয়েক মানুষ ছাড়া অন্যরা জানে না; আর তা হচ্ছে— জ্যোতর্বিদ্যা কথিবা নক্ষত্র গণনাশাস্ত্র। নতুন চাঁদ দেখাকে মুসলমানদের রোযা শুরু করা ও রোযা ভঙ্গ করার আলামত হিসেবে নির্ধারণ করে কুরআন ও সুন্নাহতে অনেকে দলিল উদ্ধৃত হয়েছে। ঈদুল আযহা ও আরাফার দিন নির্ধারণের বিষয়টিও অনুরূপ। আল্লাহ তাআলা বলেন: "তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি এই মাস পাবে সে যেন এই মাসে সিয়াম পালন করে।"[সূরা বাক্বারা; ২:১৮৫]। তিনি আরও বলেন: "তারা আপনাকে নতুন চন্দ্রসমূহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসে করে; বলুন: সেগুলো মানুষের (কাজকর্ম) ও হজ্জের সময় নির্ধারণক।"[সূরা বাক্বারা, ২:১৮৯] নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: "যখন তোমরা সটো (চাঁদ) দেখবে তখন রোযা রাখবে এবং যখন তোমরা সটো (চাঁদ) দেখবে তখন রোযা ভঙ্গ করবে। আর যদি মিসোচ্ছন্ন হয় তাহলে তোমরা ত্রিশদিন পূরণ করবে।" অর্থাৎ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রোযা রাখাকে রমযান মাসের নব চাঁদ দেখার সাথে সম্পৃক্ত করছেন এবং রোযা ভাঙ্গাকে শাওয়াল মাসের নব চাঁদ দেখার সাথে সম্পৃক্ত করছেন; তিনি নক্ষত্র গণনা কথিবা গ্রহসমূহের পরিভ্রমণের সাথে

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক:শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

সম্পৃক্ত করনেনি। এভাবেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামেরে যামানায়, খুলাফায়েরে রাশদেইনরে যামানায়, চার ইমামেরে যামানায় এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যতেনি প্রজন্মেরে উত্তমতার ব্যাপারে সাক্ষ্য দিয়েছেন সে যামানায় আমল হয়েছে। তাই চন্দ্রমাস সাব্যস্ত করার ক্ষেত্রে চাঁদ দেখা বাদ দিয়ে জ্যোতির্বিদ্যার শরণাপন্ন হওয়া বদীতরে অন্তর্ভুক্ত; যাত্রে কোন কল্যাণ নাই এবং এর সপক্ষে শরিয়তে কোন দলিল নাই...। কল্যাণ হচ্ছে যার গত হয়েছেন দ্বীন বশিয়ে তাদরে অনুসরণ করা। অকল্যাণ হচ্ছে দ্বীন বশিয়ে নব প্রচলতি বদীতরে অনুসরণ; আল্লাহ আমাদরেকে, আপনাদরেকে ও সকল মুসলমানকে প্রকাশতি ও অপ্রকাশতি যাবতীয় ফতিনা থেকে রক্ষা করুন।

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।